সিমেক ফাউন্ডেশন

Improve the possibilities...

প্রতিষ্ঠাতা

ইঞ্জিঃ সরদার মোঃ শাহীন

সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা একটা বড় রকমের দায়িত্ববোধের ব্যাপার। এই পৃথিবীর প্রতিটি জীব জন্মসূত্রেই দায়িত্ববোধ সম্পন্ন হয়ে জন্ম নেয়। সৃষ্টির সেরা জীব আমরা এই মানুষেরা হয়ত দলবদ্ধ কিংবা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে পারি না; কিন্তু যার যার অবস্থানে থেকে নিজের অজান্তে প্রত্যেকেই কিছু না কিছু কাজের মাধ্যমে সামাজিক দায়িত্ব পালন করি সব সময়। হয়ত আমরা কেউ সেভাবে এটা খেয়াল করি; কিংবা কেউ করি না।

আমাদের শুরুটাও প্রথমে সেরকমই হয়েছিল। "দেশের তথা সমাজের জন্যে কিছু একটা করা দরকার" - এই জাতীয় মানসিকতা থেকে বিক্ষিপ্তভাবে কিছু কিছু কাজ আমরা শুরু করেছিলাম। শুরুতে সবাই যা করে অনেকটা সেরকমই। মেধাবী অথচ দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তিপ্রদান, বিপদগ্রস্তের পাশে থাকা, গরীবকে সাহায্য প্রদান করা, কাউকে চিকিৎসা সাহায্য দেয়া, কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার পাশে থাকা, শীতবস্ত্র বিতরণ, কাঙ্গালী ভোজ সহ নানাবিধ সমাজ সেবামূলক কাজ আমরা করেছি অনেকবার অনেকভাবে।

একটা পর্যায়ে মনে হয়েছে এভাবে বিক্ষিপ্তভাবে কিছু না করে লক্ষ্য স্থির করে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আগানো দরকার। সেই চিন্তা থেকেই সিমেক গ্রুপের সহযোগীতায় সিমেক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন গ্রুপের চেয়ারম্যান ইঞ্জিঃ সরদার মোঃ শাহীন। সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে পরিবর্তনশীল সমাজের সাথে জীবনযুদ্ধে টিকে থাকার উপযোগী করে গড়ে তুলতেই তাঁর এই উদ্যোগ।

সেই থেকে সিমেক ফাউন্ডেশন জাতির সেবায় জনকল্যাণমূলক কর্মকান্ডে বিভিন্ন সামাজিক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সেবা ও উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠান এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে জনসচেতনামূলক কর্মসূচী সহ বিভিন্ন ধরনের সমাজ সেবামূলক কার্য্যক্রম নিয়মিত ভাবে পরিচালনা করে আসছে।

- **জন সচেতনতামূলক কর্মসূচী**
- **সাহিয়া-মজিদ শিক্ষা বৃত্তি প্রকল্প**
- **আফছানা খানম সেলাই প্রশিক্ষণ প্রকল্প**
- **শোনিম শাহীন কমিউনিটি ক্লিনিক প্রকল্প**
- **আবুল কালাম মন্ডল কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রকল্প**

জন সচেতনতামূলক কর্মসূচী

জন্মসূত্রে পিছিয়ে থাকা এক দূর্ভাগা জাতি আমরা। জাতি হিসেবে আমরা সুবিধা বঞ্চিত, কিংবা পশ্চাৎপদ; এর সবচেয়ে বড় কারণ প্রকৃত অর্থে সামাজিক শিক্ষার প্রসার ঘটেনি আমাদের মাঝে। একাডেমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন কিংবা আধুনিকায়ন হয়েছে বা হচ্ছে সন্তোষজনকভাবেই; কিন্তু সামাজিক শিক্ষা বলতে যা বুঝায় তার বাস্তবায়ন এখনো অনেক সময়ের ব্যাপার।

সামাজিক জ্ঞান অর্জন খুবই প্রয়োজনীয় একটি বিষয়। সামাজিক জীব হিসেবে সমাজবদ্ধ হয়ে সুস্থ দেহে এবং সুস্থ মনে সুন্দরভাবে মিলেমিশে বসবাসের জন্যে সবচেয়ে প্রয়োজন সামাজিক শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া। সবাইকে নিজের মানবাধিকার সম্মন্ধে সচেতন হতে হবে, তেমনি নিজের অধিকারের গন্ডি যেন অন্যের অধিকারের সীমানা ছাড়িয়ে না যায় সে বিষয়ে সর্তক থাকাও জরুরী।

সামাজিক শিক্ষায় জাতিকে শিক্ষিত করার জন্যে বাংলাদেশের শিক্ষা কারিকুলামে তেমন কিছু বিষয় আজো সন্নিবেশিত হয়নি। ফলে জাতি সর্বদা বঞ্চিত হচ্ছে সামাজিক জ্ঞান অর্জন থেকে। তাই সামাজিক আন্দোলনের অংশ হিসেবে মানুষকে সামাজিক জ্ঞান প্রদানের লক্ষ্যে জন সচেতনতামূলক প্রোগ্রামের নানাবিধ কর্মসূচী হাতে নিয়েছে সিমেক ফাউন্ডেশন। কর্মসূচীর অংশ হিসাবে প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব প্রকাশনা “সাপ্তাহিক সিমেক” সমাজের সকল স্তরের মানুষের মাঝে বিনামূল্যে নিয়মিতভাবে বিতরণ করা হচ্ছে।

সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে সম্পৃক্ত করে নিয়মিত জাতীয় দিবস উদযাপন, র‍্যালি, আলোচনা অনুষ্ঠান, সভা-সেমিনার, প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম, কাউন্সেলিং, পাবলিক মোটিভেশন প্রোগ্রাম এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিচ্ছন্নতা অভিযানের মাধ্যমে সামাজিক এই আন্দোলনকে আমরা সবাই মিলে বেগবান করছি।

সাহিয়া-মজিদ শিক্ষা বৃত্তি প্রকল্প

সিমেক গ্রুপের চেয়ারম্যান, বিশিষ্ট সমাজসেবক এবং প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী ইঞ্জিঃ সরদার মোঃ শাহীন এর পিতা মরহুম আব্দুল মজিদ সরদার এবং মাতা মরহুমা সাহিয়া বেগম এর নামে নামকরণ হয়েছে ‘সাহিয়া-মজিদ শিক্ষা বৃত্তি প্রকল্প’। এটি একটি সম্পূর্ণ অলাভজনক, অরাজনৈতিক সেবামূলক শিক্ষা সহায়ক প্রকল্প। বাংলাদেশের শিক্ষা খাতের সার্বিক উন্নয়নে খানিকটা ভূমিকা রাখাই এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

আব্দুল মজিদ সরদার ছিলেন একজন অত্যন্ত দরদী সমাজকর্মী। তিনি ব্যক্তিগত ও কর্মজীবনে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন সমাজ সেবামূলক বিভিন্ন কর্মকান্ডে। ব্যক্তিগত পর্যায়ে বাবা-মা দুজনেই সমাজ সেবার এই মহান ব্রতে কাজ করেছেন। তাঁদের স্বপ্ন ছিল দেশের দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা প্রসারের জন্য কাজ করার। তাঁদের সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে তাঁদেরই সর্বকনিষ্ঠ সন্তান ইঞ্জিঃ সরদার মোঃ শাহীন ১৯৯৮ সাল থেকে ব্যক্তিগতভাবে এই কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছেন। সিমেক গ্রুপ প্রতিষ্ঠার পর ২০০৮ সাল থেকে এই প্রকল্পের কার্যনির্বাহী পরিষদ উক্ত কার্যক্রমকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে গ্রুপের একটি অত্যন্ত এবং সময়োপযোগী গুরুত্বপূর্ণ সেবামূলক প্রকল্প হিসেবে পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহন করে।

পরবর্তীতে সিমেক গ্রুপের একটি অঙ্গ-প্রতিষ্ঠান হিসেবে সিমেক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার পর এই প্রকল্পকে ফাউন্ডেশনের আওতাভুক্ত করা হয়। বাংলাদেশের পশ্চাৎপদ গ্রাম বাংলার মানুষদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার লক্ষ্যে একটু সহযোগীতা প্রদানকল্পে এই কর্মসূচী সামান্য হলেও ভূমিকা পালন করছে। শিক্ষাবঞ্চিত গ্রাম বাংলাকে আলোকিত করে শিক্ষিত বাঙ্গালীদের নিয়ে একটি আধুনিক সোনার বাংলা গড়াই এই প্রকল্পের অন্যতম মূল উদ্দেশ্য।

আফছানা খানম সেলাই প্রশিক্ষণ প্রকল্প

সিমেক ফাউন্ডেশনের লক্ষ্যই হচ্ছে গ্রামীন জনপদের মানুষের মুখে হাসি ফোটানো। এটাই মূল কাজ। কাউকে দান করার চেয়ে স্বাবলম্বী করা হচ্ছে মহৎ কাজ। পরিবারের একজন স্বাবলম্বী হলে পুরো পরিবার স্বাবলম্বী হয়; একটি অঞ্চল স্বাবলম্বী হলে একটি দেশ স্বাবলম্বী হয়। নারীদের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে হাতে কলমে প্রশিক্ষণের কোনো বিকল্প নেই। সেই প্রেরণা নিয়ে মানুষের কল্যাণে নারীদের প্রশিক্ষণের এই আয়োজন।

দেশ ও সমাজের কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে মানুষের সেবায় ১৯৯৮ সন থেকে একাগ্রতার সাথে সিমেক ফাউন্ডেশন কাজ করে যাচ্ছে। ফাউন্ডেশন বিশ্বাস করে নারীদের পিছনে ফেলে দেশ স্বাবলম্বী হয় না। নারীদের সামাজিক উন্নয়নে সিমেক ফাউন্ডেশনের এমন আয়োজন বিরামহীনভাবে চলতেই থাকবে। নারীদের কর্মসংস্থান তৈরী কল্পে "আফছানা খানম সেলাই প্রশিক্ষণ প্রকল্প" সমাজ পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করবে। প্রশিক্ষিত নারীরা যার যার অবস্থান থেকে সামান্য হলেও পরিবারের দারিদ্র্যতা লাঘবে সক্ষম হবে।

এ কর্মসূচীর আওতায় কেবল হতদরিদ্র, বিধবা, ভূমিহীন ও অসহায় কিংবা মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যরাই নন; সমাজের সর্বস্তরের আগ্রহী নারীদেরকে হাতে কলমে সেলাই প্রশিক্ষণ সম্পূর্ণ বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছে। চার মাসের এ প্রশিক্ষণে সকল শিক্ষার্থী প্রশিক্ষণ শেষে আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। একজন প্রশিক্ষিত শিক্ষার্থী তার দক্ষতা ও কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে, যা আমাদের দেশ ও সমাজের জন্য যুগোপযোগী কর্মসূচী হিসাবে গণ্য হবে।

প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীদের প্রচেষ্টা ও সাফল্যই "আফছানা খানম সেলাই প্রশিক্ষণ প্রকল্প" এর অগ্রযাত্রার মূল চালিকাশক্তি হিসাবে কাজ করবে।

আবুল কালাম মন্ডল কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রকল্প

'ডিজিটাল বাংলাদেশ' খুবই পরিচিত দুটি শব্দ; অতীব প্রয়োজনীয় একটি কথা। কথাটা এখন বাংলার মানুষের মুখে মুখে। কথাটা চালুর প্রথম দিকে কিছু কিছু মানুষেরা এটাকে নিয়ে হাসি মশকরা করতো; ব্যঙ্গ করতো। এখন আর করে না; এখন গর্ব করে। বুক উঁচিয়ে গর্ব করার মতই একটা বিশাল ব্যাপার। শুরুর দিকে মানুষ বুঝতে পারেনি কথাটার ব্যাপকতার বিশালতা। উন্নয়নশীল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সরকার গৃহীত এই কর্মসূচী যে কতটা প্রভাব ফেলতে পারে তা এখন সহজেই অনুমান করা যায়। শহর থেকে গ্রাম পর্যন্ত মানুষেরা এর সুফল এখন উপভোগ করছে।

কিন্তু এই কর্মসূচীর পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের জন্যে প্রয়োজন প্রচুর সংখ্যক দক্ষ কর্মী যারা কম্পিউটার ব্যবহারে পারদর্শী। কম্পিউটার শিক্ষা এখন সকলের জন্যেই বাধ্যতামূলক হওয়া দরকার। কিন্তু ব্যয়বহুল এই শিক্ষা গ্রহনের ব্যয়ভার বাংলাদেশের সব মানুষের পক্ষে বহন করা সম্ভব নয়।

সিমেক ফাউন্ডেশন এই জায়গাটাতে খুবই সচেতনতার সাথে সচেষ্ট হয়েছে গ্রামীন জনপদকে কম্পিউটার শিক্ষায় শিক্ষিত করতে। গরীব অথচ আগ্রহী মানুষদের কম্পিউটার ট্রেনিং প্রদানের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠাতার পরম শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব মরহুম আবুল কালাম মন্ডলের নামে প্রতিষ্ঠা করেছেন "আবুল কালাম মন্ডল কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রকল্প" যেখানে শিক্ষার্থীরা বিনামূল্যে স্বল্প এবং দীর্ঘ মেয়াদী প্রশিক্ষণ গ্রহন করার সুযোগ পাবে এবং তৈরী হবে তাদের কর্ম সংস্থানের সুযোগ। কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং এ মাস্টার্সধারী একজন উচ্চশিক্ষিত স্বেচ্ছা সেবকের সার্বিক তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে এই কর্মসূচীটি। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার কাজে কিছুটা হলেও আমরা ভূমিকা রাখতে পারবো এটাই আমাদের আন্তরিক প্রত্যাশা।

“শোনিম শাহীন কমিউনিটি ক্লিনিক প্রকল্প”

সিমেক গ্রুপের অন্যতম সেবামূলক প্রতিষ্ঠান হলো শিন-শিন জাপান হাসপাতাল। জাপান ও বাংলাদেশের কয়েকজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ার যৌথ উদ্যোগে আধুনিক মানসম্পন্ন ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের সর্বশেষ প্রযুক্তি নিয়ে অক্লান্ত প্রচেষ্টা চালিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছেন এই হাসপাতালটি। মূলতঃ বাংলাদেশে জাপানীজ প্রযুক্তি ও সেবার প্রক্রিয়ায় বিশ্বমানের চিকিৎসা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সম্পূর্ণ কম্পিউটারাইজ্‌ড পদ্ধতিতে একটি মডেল হাসপাতাল হিসেবে ডিজাইন করা হয়েছে জাপান-বাংলাদেশ জয়েন্ট ভেনচার “শিন-শিন জাপান হাসপাতাল”।

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই হাসপাতালটি সুবিধাবঞ্চিত জনগনের দোড়গোড়ায় চিকিৎসা সেবা পৌঁছে দেবার লক্ষ্যে এ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আয়োজন করেছে বিনামূল্যে মেডিকেল ক্যাম্প। সাড়াও পেয়েছে প্রচুর। জনগনের অভূতপূর্ব সহযোগীতা এবং আগ্রহ দেখে আফছানা-শাহীন দম্পতির একমাত্র সন্তান শোনিম শাহীন এর নামে ‘শোনিম শাহীন কমিউনিটি ক্লিনিক প্রকল্প’কে নিজস্ব কর্মসূচী হিসেবে গ্রহন করেছে সিমেক ফাউন্ডেশন।

পেশায় অভিজ্ঞ এবং বিশেষজ্ঞ ডাঃ তাছলিমা আখতার এই প্রকল্পের প্রধান হিসাবে দায়িত্ব গ্রহন করেছেন। তিনি জেনারেল ফিজি-শিয়ান হিসেবে সাধারন রোগীর পাশাপাশি গর্ভবতী মায়েদের বিশেষ আল্ট্রাসনোগ্রাফি, মা ও শিশুদের স্বাস্থ্য সেবা, মেয়েদের বয়ঃসন্ধিকালীন নানাবিধ সমস্যা এবং বিবাহপূর্ব ও পরবর্তী বিভিন্ন বিষয়ে গ্রামীন জনপদের সুবিধা বঞ্চিত রোগীদের বিনামূল্যে পরামর্শ দিয়ে থাকেন। “শোনিম শাহীন কমিউনিটি ক্লিনিক প্রকল্প” এর আওতায় বিনামূল্যে অতীব প্রয়োজনীয় সাপ্তাহিক চিকিৎসা ও পরামর্শ দিতে সিমেক ফাউন্ডেশন সফল হবে এটাই কামনা।

সিমেক ফাউন্ডেশন

"দু'টি কথা"

একটি ছোট্ট বিশ্বাস আমি সর্বদা মনের মধ্যে এভাবে লালন করি যে, এই পৃথিবীতে জন্মেছি কেবল একটি বারের জন্যে। আর মৃত্যুও হবে কেবল একবারই। মৃত্যুর পর ক্ষণজন্মা এই জীবন আর ফিরে পাবো না কখনোই। ফিরে আসা যাবে না সুন্দর এই পৃথিবীতে কোনভাবেই। কাজেই, ভাল যা কিছু করার এক জনমেই করতে হবে।

আমি জন্মেছি গাঁও গেরামে; শৈশব এবং কৈশোরও কাটিয়েছি এখানেই। শুধু আমি নই; আমার মত এই বাংলার অধিকাংশ মানুষই কাটিয়েছে গাঁও গেরামে। আমরা সবাই বাংলার মাটি ও মানুষের কাছে ঋণী। মাটির তৈরী মানুষেরা মৃত্যুর পরে এই মাটিতেই জায়গা নেবে। চিরতরে এই মাটির কোলে আশ্রয় নেবার আগে মাটির সেই ঋণ শোধের একটা সামান্য প্রচেষ্টা থেকে আমার শৈশব এবং কৈশোরের স্মৃতিমাখা গ্রাম বাংলার মাটি ও মানুষের কল্যাণে নিজেকে নিবেদিত করার প্রয়াসে "সিমেক ফাউন্ডেশন" এর এই পথচলা।

গ্রাম বাংলা হলো বাংলা মায়ের প্রকৃত রূপ। বাংলাকে গড়তে হলে, বাংলাকে দাঁড়াতে হলে গ্রামবাংলা নিয়ে কাজ করতে হবে। বাংলাদেশকে উন্নত করতে হলে, বাংলাকে রাঙাতে হলে বাঙালীকে সাজাতে হবে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত জাতি হিসেবে। সর্বদা দেশ হতে দেশান্তরে ঘুরে বেড়িয়ে এইটুকু বুঝেছি যে আমার গাঁয়ের মানুষেরা বঞ্চিত আধুনিক শিক্ষা এবং প্রকৃত চিকিৎসা সেবা থেকে। এই সব মানুষদের যদি সামাজিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলা যায়, যদি আধুনিক চিকিৎসার ন্যূনতম সেবা দেয়া যায়, তাহলে তারাই একদিন সবাই মিলে নিজেরাই নিজেদের গ্রামকে সমৃদ্ধ করে গড়ে তুলবে।

এমনি এক সমৃদ্ধ গ্রাম বাংলার স্বপ্ন বুকে লালন করছি আমি বহু বছর ধরেই। বিশাল এই পৃথিবীতে যখন, যেখানে এবং যেভাবেই থাকি, গ্রামবাংলা থেকে যত দূরেই থাকি, সারাক্ষণ এই স্বপ্নমাখা ঘোরের মধ্যেই থাকি। হোক না এ কেবলই আমার নিভৃত ভাবনা, কেবলই স্বপ্নের ঘোর! কিন্তু এই ভাবনার স্বপ্নে বসবাসই আমাকে দেশ সেবার প্রেরণা যোগায় সারাটিক্ষণ।

জানিনা এই এক জনমে দেশের সেবা কতটুকু করে যেতে পারবো! জানি না সেই সমৃদ্ধ গ্রাম এই জনমে দেখা হবে কিনা! হয়ত দেখা হবে, হয়ত হবে না! তবুও দুঃখ কিসের!! শান্তনা এইটুকু তো থাকবে যে অন্তত একটি ভাল কাজের শুরুটা করে দিয়ে গেলাম!!!

ইঞ্জিনিয়ার সরদার মোঃ শাহীন
প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান

E-mail: info@simecfoundation.org, Web: www.simecfoundation.org

SIMEC FOUNDATION

শোনিম টাওয়ার, ৫৫, শাহ্ মখদুম এভিনিউ, সেক্টর-১২, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০
প্রজেক্ট অফিস - সিমেক পল্লী, দক্ষিণ বালিপাড়া, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ